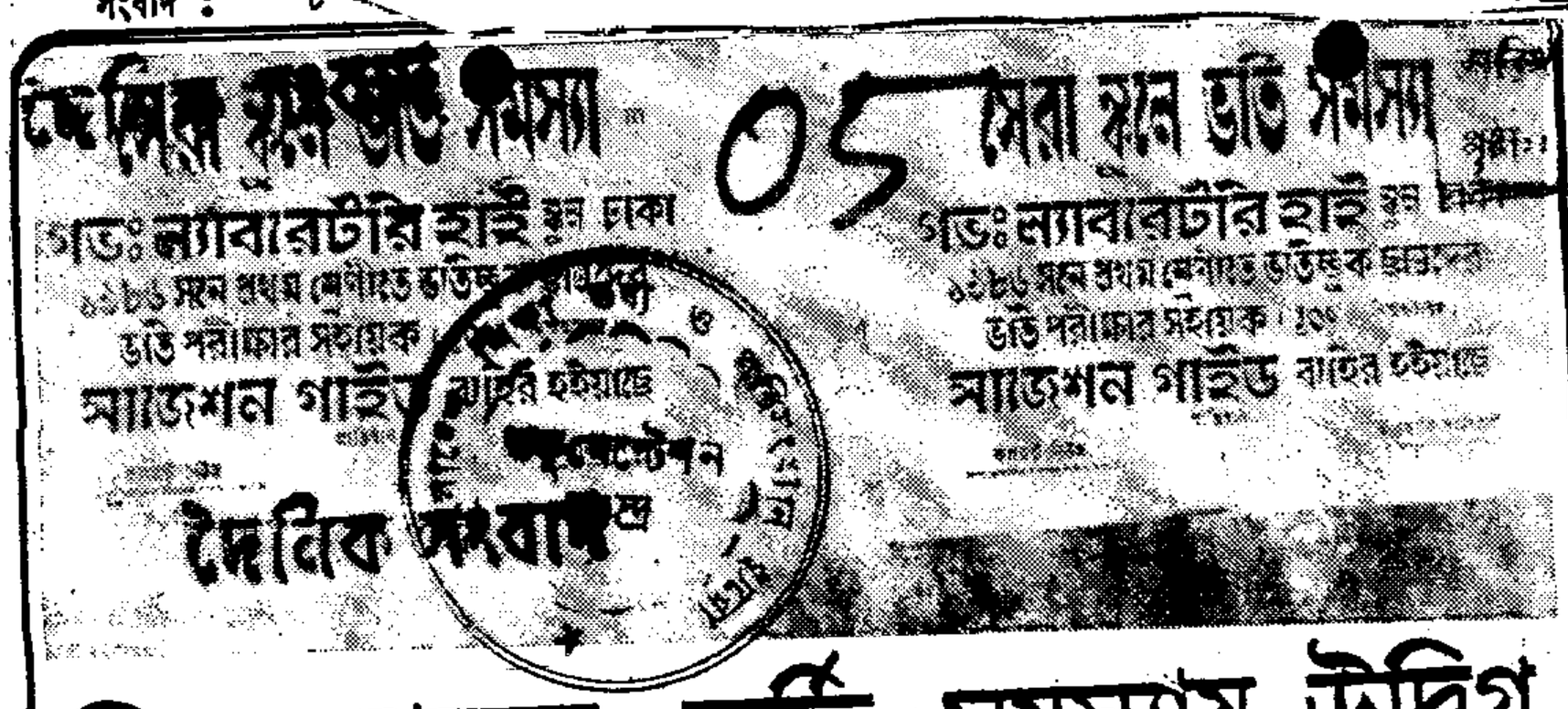

শিশুসন্তানের ভর্তি সমস্যায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা ছুটছেন স্কুল থেকে স্কুলে

।। আমির খসরু ।।

ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তির চাপ এবারও অব্যাহত রয়েছে। তবে এ বছরই প্রথমবারের মত প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের জন্য 'গাইড' বেরিয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর বেশকিছু স্কুলে ভর্তি এখনও শেষ হয়নি। তাই অভিভাবকরা এখনও স্কুল থেকে স্কুলে দৌড়াচ্ছেন তাদের সন্তান নিয়ে। অভিভাবকদের হাঙ্গামায় গত ১০ই জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে উদয়ন বিদ্যালয়ে।

ভাল স্কুলের ওপরে যে বাড়তি চাপ এর পুরো সুযোগ নিয়েছে কিণ্ডার গার্টেনগুলো। কোন ধরনের সরকারী রেজিষ্ট্রী ছাড়াই এগুলো পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে। এই কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে তেমন ভিড় লক্ষ্য করা যায়নি।

এ বছর ঢাকা সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলে ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীতে আসন হচ্ছে ৬০টি। দরখাস্ত পড়েছিল ৭৮০টি। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আসন ৪০টি, দরখাস্ত পড়েছিল ৪২২টি। ৯ম শ্রেণীতে আসন মাত্র ১৫টি, দরখাস্ত পড়েছিল ২০০টি।

সরকারী কলেজিয়েট হাইস্কুলে ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয়েছে। ২য় শ্রেণীতে ৪০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৪ শতাধিক। ৩য় শ্রেণীতে ৪৫টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৩০০। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, দরখাস্তকারী ছাত্রদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশী কোন ছাত্রের দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়ে ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয়েছে। ১ম শ্রেণীতে ৭০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৩৫০টি, ৫ম শ্রেণীর ৩০টি আসনের জন্য ২৭০টি। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ৬০টি, দরখাস্ত পড়েছিল ৫৭১ এবং ৮ম শ্রেণীর মাত্র ১০টি আসনের জন্য দরখাস্তপড়েছিল ১৯১টি।

টিকাটুলীর কামরুন নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়েও ভর্তিচ্ছুদের ভিড় ছিল অস্বাভাবিক। এই স্কুলে ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর ৮০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৫২০টি, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২০টি আসনের জন্য ৪৫৭টি এবং ৭ম শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ১৯২টি। এ ছাড়াও তেজগাঁও পলিটেকনিক সরকারী বালক বিদ্যালয়ে ৮৯টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৩ শতাধিক।

শুধু সরকারী বিদ্যালয়গুলোই নয়, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতেও ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

আইডিয়াল স্কুলে ১ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে এ বছর ছাত্র ভর্তি নেয়া হচ্ছে। এ স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ১২০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছে ৯শ'টি এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১৪০টি আসনের জন্য ৬৫০টি।

উদয়ন বিদ্যালয়ে গত ১০ই জানুয়ারী ভর্তিপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি অভিভাবকদের হাঙ্গামার কারণে। পরবর্তীতে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তির দরখাস্ত বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে বহু আগে, তবুও অভিভাবকরা ধরনা দিচ্ছেন আবেদনপত্রের জন্য। উদয়ন বিদ্যালয়ে দু'টি শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে। নার্সারী আর কেজি-১ এ। নার্সারীর ১শ'টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছে ৫ শতাধিক এবং কে, জি-১-এর ২শ' আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছে ৪৫০টি।

সেন্ট গ্রেগরী বিদ্যালয়ে নার্সারী শ্রেণীতে ৯৬টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছে ৫৪৯টি। এই স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ৫টি আসন খালি রয়েছে। এই খালি আসনগুলোর জন্যও ইতিমধ্যে জমা পড়েছে শতাধিক দরখাস্ত।

হলিক্রস উচ্চ বিদ্যালয়ে ভিড় প্রচণ্ড। ১ম শ্রেণীতে ১শ'টি আসনের জন্য দরখাস্ত জমা পড়েছে এক হাজারেরও বেশী।

ভর্তিচ্ছুদের যে ভিড় 'নামকরা' সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলোতে, পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে তত ভিড় নেই। গতকাল মঙ্গলবার মহানগরীর বেশ কয়েকটি কিণ্ডার গার্টেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে তা জানা গেছে।

ভিড়ের কারণ

ঢাকা মহানগরীর প্রায় সব বিদ্যালয়েই ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের সংখ্যা আসনের তুলনায় অনেক বেশী দেখা যায়। শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা জানান, ঢাকা শহরের বিস্তৃতি হচ্ছে ক্রমাগত, জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু স্কুল বাড়েনি একটিও। তিনি অবশ্য বলেন, ভাল স্কুলের অভাব রয়েছে প্রচণ্ড।

ঢাকা সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নূরুল হক মিয়া বলেন, পর্যাপ্ত ভাল স্কুল না থাকাই কিছু কিছু স্কুলে ভিড়ের কারণ। 'ভাল স্কুল' সম্পর্কে তিনি বলেন, ছাত্রদের শিক্ষার দিকে প্রয়োজনীয় নজর প্রদানই ভাল স্কুলের লক্ষণ। এ সম্পর্কে উদয়ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সেলিমা খান বলেন, ছাত্রদের ফলাফল ভাল হলে এবং স্কুলে লেখাপড়া ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার জন্য ছাত্রদের দিকে নজর দিলেই স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের বিশ্বাস বেড়ে যায়। আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়েজুর রহমান বলেন, অভিভাবকরা অনেক স্কুলের 'মান' সম্পর্কে সন্দিহান। এছাড়াও যে সকল স্কুলে কম বেতন নেয়া হয় সেসব স্কুলে ভিড় বেশী। এ সম্পর্কে একজন অভিভাবক জানান: গুলশান, বনানীসহ ঢাকা মহানগরীর কয়েকটি কিণ্ডার গার্টেনে নার্সারী বা কে জি-১ এর মাসিক বেতন ৫শ' টাকার মত। অন্য কিণ্ডার গার্টেনগুলোতেও মাসিক বেতন কমপক্ষে ৮০ টাকা। ভর্তি হতেও খরচ পড়ে অত্যন্ত বেশী।

সেকশন শুধু বাড়ছে —

ঢাকা মহানগরীর প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই একাধিক সেকশন রয়েছে। এই সেকশনের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে ভর্তিচ্ছুদের চাপে। সরকারী বিদ্যালয়গুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রথম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীতে দু'টি সেকশন রয়েছে এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে ৩টি।

তেজগাঁও পলিটেকনিক হাইস্কুলে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫৫টি সেকশন রয়েছে। অন্যান্য স্কুলের অবস্থাও এমনি। সেকশন বাড়ছে প্রতি বছর কিন্তু শিক্ষক বা সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি। এ সম্পর্কে ঢাকা সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক জানান, ১৯৬১ সালে এই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫০ জনের মত এবং

(৭-এর পাতায় দেখুন)

স্কুল থেকে স্কুলে

(৮ম পাতার পর)

শিক্ষক ছিলেন ১৫ জন। এখন ছাত্র সংখ্যা ১২ শতাধিক অথচ শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩৬ জন।

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের কাহিনী

কিণ্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু প্রায় সব কিণ্ডার গার্টেন স্কুলই কোনরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা পরিদপ্তর ও শিক্ষা পরিদপ্তরের বিভাগীয় অফিসে খোঁজ নিয়ে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের সংখ্যা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, মাত্র বিশটির মত কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের সরকারী অনুমোদন রয়েছে। এই কর্ম-

করেছিল। কমিটি উচ্চহারে বেতন আদায় ও পাঠক্রম সম্পর্কেও কয়েকটি প্রস্তাব করেছিল। কমিটির প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

গাইড সমাচার

এ বছরই প্রথমবারের মত প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের জন্য গাইড প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের দেয়ালসহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে পোষ্টার পড়েছে এ ধরনের। কয়েকটি ফুটপাতের দোকানসহ বিভিন্ন স্থানে এগুলো বিক্রি হয়েছে হরদম।

এই গাইডের মূল্য ২০ টাকা। সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার দুই তিনদিন আগে বেশী দামেও বিক্রি হয়েছে এই গাইড।